দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 NOV 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

044

আসন সংখ্যা বাড়ানো হোক

কিছু দিনের মধ্যেই দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। এখন থেকেই সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১ লাখ ৩১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণ এক মহা-দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন। তাদের একমাত্র ভাবনা আকাঙ্ক্ষিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার অথবা আদৌ উচ্চ শিক্ষার কোন সুযোগ তাদের মিলবে তো?

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ উপলক্ষে আমাদের এই কলামেই প্রকাশিত লেখায় আমরা এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম— পরীক্ষায় পাস করেছে বলেই তাদের সকলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। কারণ, দেশের ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে দেশে প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। দেশের মাত্র ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৮টি মেডিক্যাল কলেজ, ১টি ডেন্টাল কলেজ, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১টি লেদার টেকনোলজি কলেজ, ১টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ২টি কৃষি কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তি মোট আসন সংখ্যা ১১ হাজার মাত্র। এছাড়া দেশের অনার্স পর্যায়ে লেখাপড়ার সুযোগসম্পন্ন৪৮টি কলেজে প্রথম বর্ষে প্রতি বছর ৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এর বাইরে গোটা দেশে যে ৩৪৫টি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে তাতে পাস কোর্সে আরো ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে পারে। এর অর্থ এই যে, সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ সবগুলো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৭০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এ থেকে আর কারো বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে, এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অবশিষ্ট ৬১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এখানে যে ৭০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে এবং ৬১ হাজার সুযোগ পাবে না বলে আমরা উল্লেখ করলাম— তারও চূড়ান্ত ভাগ্য নিরূপণের জন্য হবে কঠিন প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা। খাতা দেখা হবে, ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত যারা শুধু তারাই ভর্তির সুযোগ পাবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উদ্বেগকে পুঁজি করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং কোচিং সেন্টার নামক অনেক সংগঠনের নামে অনেক ডান হাত বাম হাতের চলাচলও না-কি ঘটে থাকে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক শ্রেণীর শিক্ষকও না-কি এসব কারবারে জড়িত বলে অভিযোগ শুনা যায়। এ থেকে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি প্রশ্নে দেশের পাস করা ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণ কতো অসহায়।

কথা এখানেই শেষ নয়। যেভাবেই হোক এবং যতো জনই হোক, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কিরূপ পড়াশুনা হয় তার একটি নজির এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দল ছাত্রের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে দুইজন ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১০ জন। ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছেন। সিণ্ডিকেটের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা এবং কার স্বার্থে ও কেন ছাত্র সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমরা তার বিচার বিশ্লেষণ করতে চাই না। আমরা বলতে চাই যে কারণে এবং যার জন্যই হোক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং পরীক্ষাসমূহ স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন এ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা কি নতুন করে সেশনজটে পড়বে না?

আমাদের শিক্ষাঙ্গনের মোটামুটি এই হলো পরিস্থিতি। কাউকে গালমন্দ না করে আমরা পরিস্থিতির প্রতি সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার সানুনয় আবেদন জানাই। সেই সঙ্গে আবেদন জানাই নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার।